ইউনিট ৫
শিক্ষা দার্শনিক (২)

ইউনিট ৫ শিক্ষা দার্শনিক (২)

এরিস্টটলের মৃত্যুর পর থেকে প্রাচীন গ্রীকদর্শনের চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন দার্শনিক গোষ্ঠীর চিন্তায় যুগান্তকারী কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে পাশ্চাত্য জগৎ ধর্মীয় চিন্তা প্রভাবিত দর্শন চর্চায় ব্যাপৃত হয়। প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তখনকার দর্শনচর্চার লক্ষ্য। দার্শনিকগণের কাছে প্রত্যাদেশই ছিল গুরুত্বপূর্ণ, বিশ্বাস ও আবেগই ছিল যুক্তির বাহন। ফলে শিক্ষাদর্শনেরও কোনরূপ অগ্রগতি ঘটেনি। চৌদ্দ শতকের শেষভাগ থেকে ইউরোপে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ শুরু হয়। দর্শন, জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কুসংস্কারমুক্ত সৃজনশীল ও নবতর ভাবধারার সূচনা ঘটে। তখন থেকেই শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা-ভাবনায় বিভিন্ন মনীষীগণ তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আমরা পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা দার্শনিক ও শিক্ষাবিদগণের মধ্যে রুশো, পেস্তালৎসি, ডিউই এবং হার্বার্টের সংক্ষিপ্ত জীবনী, শিক্ষাদর্শন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিসহ তাঁদের বিশেষ অবদান সম্পর্কে আলোচনা করব।

পাঠ ৫.১ রুশো

এই পাঠ শেষে আপনি —

- দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ রুশোর জীবনের বিশিষ্ট দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- রুশোর শিক্ষাদর্শন বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্বরভেদে শিশুশিক্ষার স্বরূপ সম্পর্কে রুশোর মতামত বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- রুশোর শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রুশোর জীবনকথা

জ্যঁ-জ্যাক রুশো ১৭১২ সালে জেনেভা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকালে তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। শৈশবে তিনি তাঁর পিতার কাছে শিক্ষা লাভ করেন। ১০ বৎসর বয়সে তাঁকে একজন শিক্ষকের কাছে ন্যস্ত করা হয়। কোন স্কুলের শিক্ষা তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। এরপর শুরু হয় তাঁর ভবঘুরে জীবন। এ সময় তিনি জার্মান, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি কোন পেশাতেই বেশি দিন লেগে থাকতে পারেননি। ১৭৩৭ সালে তিনি গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। মেধাবী, সুতীক্ষ্ম অনভূতিসম্পন্ন ও যুক্তিবাদী রুশো সে সময় ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা করেন। এতে তাঁর জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। ১৭৫০ সালে Discourse on Arts and Sciences নামক গ্রন্থ রচনার জন্য প্যারিসের একাডেমী অব ডিজন তাঁকে সম্মানিত করে। তিনি মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর আর তাঁর লেখা থেমে থাকেনি। তাঁর বৈপ্লবিক ও মৌলিক চেতনাসমৃদ্ধ লেখা সমকালীন সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এজন্য তাঁকে দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। তাঁর রচিত The Social Contract রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কিত এবং Emile শিক্ষাতত্ত্ব সমৃদ্ধ গ্রন্থ। তাঁর চিন্তা-চেতনার জন্য তাঁকে ফরাসি বিপ্লবের জনক এবং আধুনিক শিক্ষার পথিকৃৎ বলা হয়। রুশো দেখিয়েছেন যে, আদর্শ রাষ্ট্রেই আদর্শ শিক্ষা সম্ভব। সে রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবণতা ও সুনাগরিকত্বের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় না। Confession বা আত্মজীবনী তাঁর শেষ জীবনের লেখা। রুশো ১৭৭৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

ফরাসি বিপ্লবের জনক রুশো

রুশোর শিক্ষাদর্শন

রুশো মূলত ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে থেকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্বাভাবিক গুণাবলীর বিকাশের মধ্যে দিয়ে জ্ঞান অর্জনের ওপরই তিনি জোর দিয়েছেন। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ Emile এ তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শন উপস্থাপন করেছেন। এ গ্রন্থের প্রথম বাক্যটি হলো– "Everything is good as it comes from the hands of Creator of things (des choses) : everything degenerates in the hands of man." রুশোর দর্শনকে বুঝতে হলে আমাদের তাঁর প্রতিবাদী মন এবং বিশৃঙ্খল জীবনের প্রতি অবশ্যই নজর দিতে হবে। বস্তুত তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শনের মধ্য দিয়ে যে বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন তা হলো ঃ ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হবে যাতে করে তার সহজাত সকল সুপ্রবৃত্তির বিকাশ ঘটে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বিকশিত হতে পারে। রুশোর রূপক গ্রন্থ *'এমিল'কে* শিক্ষাক্রম সংগঠন ও শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে নতুন যুগের দিক নির্দেশক বলা চলে।

শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাধীনতা

নেতিবাচক শিক্ষা ও প্রাকৃতিক ফলাফল তত্ত্ব

রুশোর মতে শিক্ষার উৎস তিনটি ঃ প্রকৃতি, মানুষ এবং বস্তুজগৎ। শিক্ষার এই তিনটি উৎসের মধ্যে যদি পূর্ণ সমন্বয় না ঘটে তবে শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। ব্যক্তির শিক্ষায় এই তিনটি বিষয়ের সুসমন্বয় যদি ঘটে তবেই সে সত্যিকারের শিক্ষা লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে তিনি নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education) এবং প্রাকৃতিক ফলাফল ভিত্তিক শিক্ষার (Education through natural consequences) ধারণা দেন।

রুশোর নেতিবাচক শিক্ষা অনুসারে শিশুকে কোন কিছু শেখাবার চেষ্টা না করে সার্বিক স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করতে দিতে হবে। শিক্ষাদানের চেষ্টা করা মানে শিশুকে কৃত্রিম আচরণ করতে বাধ্য করা। জোর করে শেখাতে চেষ্টা করার ফলে শৈশবে রাগ, বিরক্তি হিংসা, মারামারি প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলো জেগে ওঠে। শৈশবে শিশুকে দৌড়, লাফ-ঝাপ ও খেলা করতে দিতে হবে যাতে সে দৈহিক দিক থেকে পরিপুষ্টি লাভ করে। এ পরিপুষ্টিই তাকে জ্ঞান অর্জনের উপযোগী করবে। তিনি শিশুকে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। কারণ নৈতিকতা অনেক ক্ষেত্রে যুক্তিসিদ্ধ হয় না। পরিবেশে বসবাসের মধ্য দিয়ে সে তা আপনা-আপনি শিখবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি ও পুরস্কার অর্থহীন

রুশোর প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব অনুসারে মুক্ত প্রকৃতির বুকে অবাধ বিচরণের মধ্য দিয়ে শিশু শিক্ষা লাভ করবে। প্রথাসিদ্ধ ভাবে তাকে নৈতিক বা মানসিক কোন শিক্ষাই দেওয়া যাবে না। তাঁর মতে, মুক্ত পরিবেশেই কেবল শিশুর সহজাত ও সুপ্ত গুণাবলির বিকাশ সম্ভবপর। শিশুকে পুরস্কার বা শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে আচরণ শিক্ষা দেওয়া অর্থহীন। কারণ কাজের ফললাভের মধ্য দিয়েই শিশুর আচরণের মৌল ভিত্তি উত্তম ভাবে গড়ে ওঠে। যেমন আগুনে হাত পোড়ে, বেশি খেলে পেটে অসুখ হয় ইত্যাদি। আসলে প্রাকৃতিক ফলাফল লাভের মধ্য দিয়ে অর্জিত শিক্ষার ফল স্থায়ী হতে পারে তবে সর্বক্ষেত্রে এই তত্ত্বের ব্যবহার সঙ্গত হবে না। বিপদ ঘটতে পারে এমন ক্ষেত্রে এ তত্ত্বের অনুশীলনে শিক্ষাদান শিশুর দুঃখজনক পরিণতির কারণ হতে পারে।

শিক্ষার স্তর ও শিক্ষাক্রম

রুশোর কল্পিত শিশু *এমিলের* শিক্ষাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে প্রত্যেকটি স্তরের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। নিচে তা উল্লেখ করা হল ঃ

১. এক থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিক্ষা

শারীরিক বিকাশ

এ স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর শারিরীক বিকাশ সাধন। এ সময়ে শিশুকে চলাফেরার অবাধ সুযোগ দিতে হবে। দৈহিক চাহিদা পূরণে তৎপরতা দেখাতে হবে। শিশুকে যেমন অধিক প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না তেমনি তাকে নিরুৎসাহিতও করা যাবেনা। শিশুকে সাধারণ খাবার দিতে হবে এবং বেশি কাপড়চোপড় পরিধান করতে দেওয়া যাবে না। তার খেলার সামগ্রী হবে ফুল, পাতা, গাছের ডাল ইত্যাদি। কোন দামী খেলনা সে ব্যবহার করবে না।

২. পাঁচ থেকে বার বছর বয়সের শিক্ষা

শিক্ষালাভে অভিজ্ঞতার গুরুত্ব

এ স্তর শিশুকে নেতিবাচক শিক্ষায় শিক্ষিত করার স্তর। ইন্দ্রিয়সমূহের বিকাশ সাধন এ স্তরের লক্ষ্য। শিশুর কোন কিছু করার ইচ্ছা এবং করতে পারার ক্ষমতার ভারসাম্যের মধ্যেই শিক্ষার মূল বিষয়টি নিহিত। ছেলে-শিশু রুশোর মতে "noble savage" স্বরূপ। এ "*noble savage*" এর প্রকৃতি হবে আদিম ও সহজ সরল। প্রাক-সামাজিক এই স্তরে শিশুর একজন শিক্ষক থাকবেন। তিনি কিছুই শিক্ষা দেবেন না। তবে দেখবেন যে শিশু তার আগ্রহ ও চাহিদা অনুসারে সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিখছে। শিশুকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে সমাজের ভুল ও খারাপ জিনিসগুলো থেকে আড়াল করে রাখতে হবে। বইপুস্তক শিশুর জন্য ক্ষতিকর, যতদূর সম্ভব তাকে কম বাচনিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। বাচনিক শিক্ষা বলতে তিনি আদেশ-উপদেশ ও নির্দেশকে বুঝিয়েছেন।

৩. বার থেকে পনের বছর বয়সের শিক্ষা

হাতে-কলমে শিক্ষা ও সমস্যা সমাধান

রুশোর মতে শিশুর এ স্তরটি মনোযোগ বৃদ্ধি এবং কাজ করার তাগিদ সৃষ্টির স্তর। এ পর্যায়ে শিশু তথ্য বর্ণনা করতে পারে। সে তার চারপাশে যে সকল ঘটনা ঘটে তার কারণ এবং ঘটনাগুলোর

তুলনা করতে পারে। ক্রমে ক্রমে সে দূরদৃষ্টি অর্জন ও ভবিষ্যৎ দর্শনে সক্ষম হয়ে ওঠে। এখনো তাকে কোন নৈতিক শিক্ষা দেওয়া যাবে না। কারণ তার সৌন্দর্যানুভূতি, নৈতিক দৃষ্টি এবং সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তবে তার জন্য যে সকল কাজ তার উপযোগী তা হাতে-কলমে শিখবে এবং যে সকল সমস্যা দেখা দেবে নিজে করে তা থেকে শিখবে। এ সময় বিজ্ঞান, হস্তশিল্প ও বৃত্তি সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যাবে। কিন্তু একমাত্র *রবিনসন ক্রুশো* ছাড়া আর কোন পুস্তক তাকে পাঠ করতে দেওয়া যাবে না।

৪. পনের থেকে বিশ বছর বয়সের শিক্ষা

সমাজের সঙ্গে সম্পর্কায়ন

এতদিন ছেলে-শিশু এমিলের শিক্ষা ছিল আত্মকেন্দ্রিক। এ পর্যন্ত তার যে শিক্ষা হয়েছে তা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের বৃদ্ধি সম্পর্কিত। এবার শুরু হবে তার হৃদয়বৃত্তি বিকাশের শিক্ষা এবং সমাজের সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপনের শিক্ষা। এ স্তরে ইতিহাস শিক্ষাদানের সূচনা হবে এবং বিভিন্ন ধর্মমতের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত সাধারণ বিষয়য়াদির সঙ্গে তাকে পরিচিত করতে হবে। সমাজকর্ম, সাহিত্যকর্ম এবং নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে সে সমাজ ও পরিবারে নিজের স্থান করে নেবে। পরিবারের প্রধান হিসেবে তার কর্তব্য সম্পর্কে সে শিক্ষালাভ করবে। ক্রমে ক্রমে সে বয়স্কদের মধ্যে স্থান করে নেবে এবং সততা ও নৈতিকতার আদর্শে তার নিজ দায়িত্ব অতি উত্তমভাবে পালন করতে থাকবে।

শিক্ষায় নারী ও পুরুষ

শিক্ষার ক্ষেত্রে রুশো ছেলে ও মেয়েকে এক করে দেখেন নি। তাঁর মতে মেয়েদের শরীরের গঠন ও প্রকৃতি ভিন্ন এবং তাদের কাজও আলাদা। তাই তাঁর নারীর আদর্শ *সোফি'র* (Sophie) শিক্ষা *এমিল* (Emile) থেকে আলাদা। নারীকে তাই পুরুষের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে হবে, তার কাজে আসতে হবে এবং তাকে খুশী করতে শিখতে হবে। নারীকে শিশুর যত্ন ও লালন পালনের কৌশল জানতে হবে, নিজেকে সমাজের জন্য গ্রহণীয় করে তুলতে হবে। *সোফি* তার মায়ের কাছ থেকে ধর্মজ্ঞান লাভ করবে, মায়ের কাছ থেকেই প্রশিক্ষণ নিয়ে সুনিপুণা হবে এবং সব সময় হাসিখুশী থাকবে, নিজেকে যেন সুন্দর দেখায় সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। তাঁর মতে স্বাভাবিক নারী তার স্বাভাবিক পুরুষ প্রভুর উপযোগী হয়ে গড়ে উঠবে।

রুশোর শিক্ষার সর্বশেষ পাঠ হলো ছেলে ও মেয়ে সকলকেই যৌন শিক্ষা প্রদান। এক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক, বৈবাহিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কেও শিক্ষাদান করতে হবে।

রুশোর শিক্ষাদর্শনে স্ববিরোধিতা

বস্তুত রুশোর প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম স্ববিরোধিতায় ভরপুর। তাঁর পরিকল্পিত পরিচালিত শিক্ষায় শিক্ষকদের ভূমিকা তথা শিক্ষাদানে স্কুলব্যবস্থার স্থান অস্পষ্ট। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিচালনের যে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে তা রুশো স্বীকার করেন নি। নারীকে তিনি পুরুষের দাসী এবং সন্তানের লালন-পালনকারী হিসেবে দেখেছেন। তবে রুশোর শিক্ষা পরিকল্পনায় আধুনিক শিক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু উপাদান ছিল। তিনি শিক্ষায় শিশুর প্রবণতা, বয়সের সাথে কাজের সামঞ্জস্য, শিক্ষা লাভে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি দিকের ওপর গুরুত্ব দিয়ে নতুন শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

রুশোর শিক্ষাদান পদ্ধতি

সমকালীন সমাজের নানা অসংগতি রুশোকে বিক্ষুব্ধ করেছে। তিনি স্বকীয় জীবনদর্শন তৈরি করেছিলেন। তিনি নিজে পেশাদার শিক্ষক ছিলেন না। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি তাঁর শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে একীভূত। তবে শিশুশিক্ষার এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কিত যে দিক-নির্দেশনা তাঁর দর্শন থেকে আমরা পেয়ে থাকি তা হচ্ছে ঃ

- শিশুর দেহ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিশুর জন্য শেখা ও শেখানোর আয়োজন করতে হবে।
- শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও প্রত্যক্ষণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
- শিক্ষা লাভে শিশুর আগ্রহ, প্রবণতা ও তৃপ্তিলাভের প্রতি নজর রাখতে হবে।
- শিক্ষাদান ব্যবস্থায় স্বাভাবিকতা থাকতে হবে যাতে করে শিশু তার চারপাশের জগতের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে।
- শিক্ষাদানে শিক্ষকের কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকবে না। শিশুই হবে সক্রিয় আবিষ্কারক। চারপাশের জগৎকে দেখে শুনে ও বিচার করে সে শিখবে।

- পুরুষের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে নারীশিশুর শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ণয় করতে হবে।

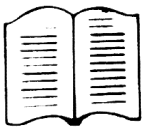

সারমর্ম

প্রকৃতি ও পরিবেশকেন্দ্রিক স্বভাবানুগ শিক্ষার জনক হচ্ছেন জ্যঁ জাক রুশো। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ওপর তিনিই প্রথম জোর দিয়েছেন। শেখা ও শেখানোর ক্ষেত্রে তিনি আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর *এমিল* বাল্যে (১-৫) তার শারীরিক চাহিদা পূরণ করবে। বাল্য ও কৈশোরে (৫-১২) তার ইন্দ্রিয়সমূহের বিকাশ ঘটবে। কৈশোর ও উত্তর কৈশোরে (১২-২০) তার মধ্যে কাজের তাগিদ সৃষ্টি হবে। উত্তর কৈশোর ও তারুণ্যে (১২-২০) তার হৃদয়বৃত্তির বিকাশ ঘটবে এবং সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. রুশো কোন্ মতবাদের অনুসারী ছিলেন?
   ক. ভাববাদ
   খ. প্রকৃতিবাদ
   গ. অস্তিত্ববাদ
   ঘ. সংশয়বাদ

২. নেতিবাচক শিক্ষা বলতে কি বোঝায়?
   ক. কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে শিক্ষাদান
   খ. সহজাত ও স্বাভাবিক আগ্রহে শেখা
   গ. জোর করে শিক্ষাদান
   ঘ. নৈতিকতা শিক্ষাদান

৩. প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব কি?
   ক. নৈতিক শিক্ষা
   খ. ইন্দ্রিয় পরিচালনার শিক্ষা
   গ. কাজের ফলাফলের মাধ্যমে শিক্ষা
   ঘ. প্রাকৃতিক পরিবেশ কেন্দ্রিক শিক্ষা

৪. রুশোর মতে পাঁচ বছর পর্যন্ত শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু কি হবে?
   ক. হাঁটা-চলার শিক্ষা
   খ. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা
   গ. ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা
   ঘ. শারীরিক শিক্ষা

৫. কোন্ গ্রন্থে রুশোর শিক্ষাদর্শন বিবৃত হয়েছে?
   ক. এমিলি
   খ. সোফি
   গ. অন এডুকেশন
   ঘ. সোশাল কন্ট্রাক্ট

৬. রুশোর মতে পাঁচ থেকে বার বয়সের শিক্ষা কিরূপ হবে?
   ক. সঙ্গীতের মাধ্যমে শিক্ষা
   খ. ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা
   গ. ইতিবাচক শিক্ষা
   ঘ. অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষা

৭. রুশোর মতে কোন্ বয়সের শিশুরা রবিনসন ক্রুশো পাঠ করবে?
   ক. ৬ বৎসর
   খ. ১০ বৎসর
   গ. ১৩ বৎসর
   ঘ. ১৮ বৎসর

৮. রুশোর মতে মেয়ে-শিশুর শিক্ষা কেমন হবে?
   ক. ছেলেদের অনুরূপ শিক্ষা
   খ. গার্হস্থ্য শিক্ষা
   গ. মাতৃত্বের শিক্ষা
   ঘ. চারপাশের জগৎ থেকে শিক্ষা

পাঠ ৫.২ পেস্তালৎসি

এই পাঠ শেষে আপনি —

- পেস্তালৎসির জীবনের বিশেষ দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- পেস্তালৎসির শিক্ষাদর্শন বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- পেস্তালৎসির শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা পারবেন।

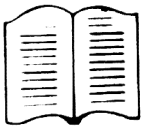

পেস্তালৎসির জীবনকথা

পেস্তালৎসি ১৭৪৬ সালে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন চিকিৎসক। ৬ বৎসর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগের পর তিনি মায়ের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। বিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে তিনি ১৫ বৎসর বয়সে কলেজে ভর্তি হন। এই সময়ে তিনি রুশোর বিপ্লবী ধ্যান-ধারণার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

বৃত্তিমূলক ও উৎপাদনমুখী শিক্ষা

কলেজ ত্যাগের পর তিনি জীবিকা অর্জনের জন্য আইন ব্যবসা শুরু করেন। কিছুদিন পর তা ত্যাগ করে একটি কৃষিখামার স্থাপন করেন। এতেও তিনি সুবিধা করতে পারেন নি। পরে ১৭৭৪ সালে ৫০ জন অবহেলিত ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি নিউহোফে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি ছেলেমেয়েদেরকে সাধারণ লেখাপড়ার সাথে সাথে বৃত্তিমূলক ও উৎপাদনমুখী শিক্ষাদান করতেন। এ ব্যবস্থা তৎকালীন সময়ে ব্যতিক্রমধর্মী ছিল। অর্থের অভাবে ১৭৮০ সালে বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। এখানে তিনি শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনের নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি করেন। তিনি এ সত্যে উপনীত হন যে, শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা একই সঙ্গে হাত, মস্তিষ্ক ও অনুভূতির উৎকর্ষ সাধন করে। রুশোর প্রকৃতিবাদী শিক্ষা তার দুর্বলতা কাটিয়ে পেস্তালৎসির হাতে জীবনমুখী শিক্ষার দিকে যাত্রা শুরু করে।

পর্যবেক্ষণ ও হাতে-কলমে শিক্ষাদান

১৭৮০ থেকে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি অতি দুঃখকষ্টে জীবন অতিবাহিত করেন। এই সময়কালে তিনি Evening House of a Hermit (১৭৮০) এবং Leonard and Gertrude (১৭৮১) রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। শেষের বইটিতে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে একজন গ্রাম্য মা ধৈর্য স্নেহ ও মননশীলতা দিয়ে তাঁর সন্তানদের পর্যবেক্ষণ ও হাতেকলমে কাজের মধ্য দিয়ে সার্থক শিক্ষালাভে সাহায্য করতে পারেন। মূলত রুশোর এমিলের শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা নিজ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান করতে গিয়ে তিনি এর ত্রুটিগুলো অনুধাবন করেন এবং শিক্ষাদান কৌশলে পরিবর্তনের কথা ভাবেন। ১৭৯৯ সালে স্ট্যানজ নামক স্থানে তিনি আবার একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি শিশুদের গৃহপরিবেশে হাতের কাজ শিক্ষাদানের ফল প্রত্যক্ষণের জন্য গবেষণা চালান। এক বছর পর বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ের শিক্ষণ অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর How Gertrude Teaches Her Children গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচির ওপর গবেষণা

পরপর ব্যর্থতা কালজয়ী শিক্ষক পেস্তালৎসিকে থামিয়ে দিতে পারেনি। ১৮০৫ সালে ইভারডুনে তিনি আর একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষাক্রমিক, সহশিক্ষাক্রমিক এবং জীবন সংশ্লিষ্ট কাজ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। এখানে তিনি কুড়িটি বছর ধরে শিক্ষাক্রম, শিক্ষাসূচি, শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর গবেষণা চালান। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও আমেরিকায় বিদ্যালয়টির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে এ বিদ্যালয়ের অনুকরণে বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। কিন্তু উচ্চ মানের শিক্ষকের অভাবে এবং ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির জন্য বিদ্যালয়টি ১৮২৫ সালে বন্ধ হয়ে যায়। বৃদ্ধ পেস্তালৎসি নিউহোফে চলে আসেন। ১৮২৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পেস্তালৎসির শিক্ষাদর্শন

পেস্তালৎসির শিক্ষাদর্শন তাঁর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ফসল। প্রকৃতিবাদী রুশোর নেতিবাচক শিক্ষা ও ফলাফলভিত্তিক শিক্ষাকে তিনি পুরোপুরি সমর্থন করেন নি। তিনি শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর মনস্তত্ত্বের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি হবে শিশুর সুষম বিকাশ

পেস্তালৎসির মতে শিক্ষা হল শিশুর শক্তি, সামর্থ্য ও মানসিক বৃত্তিগুলোর স্বাভাবিক ও সুষম বিকাশ সাধন। তাই শিশুর মানসিক প্রকৃতি ও সামর্থ্যের দিকগুলোর সঙ্গে শিক্ষককে সম্যক ভাবে পরিচিত হতে হবে। শিক্ষার্থীর সহজাত মানসিক ক্ষমতা ও প্রবণতার ওপর ভিত্তি করে রচিত শিক্ষাক্রম তাকে শিক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। এর ফলে সত্যিকারের শিক্ষা সম্ভব হবে। মূলত তিনি শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করে বলেন ঃ I wish to psychologize education - আমি শিক্ষাকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চাই। তিনি শিশুকে চারাগাছ এবং শিক্ষককে মালীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিক্ষকরূপী এই মালীর পরিচর্যায় শিশুরা চারাগাছের মতো বড় হয়ে ওঠে, বিকশিত হয়।

নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন

পেস্তালৎসি শিক্ষাকে নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান উপায় বলে মনে করতেন। Leonard and Gertrude গ্রন্থে উল্লিখিত শিক্ষা পরিকল্পনায় তিনি দেখিয়েছেন যে, শিক্ষা কেবল শিক্ষার্থীর মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করে তাই নয়, সেই সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে অনুরূপ সংস্কার ও পরিবর্তন এনে থাকে। গারট্রুড ছিলেন একজন সাধারণ গ্রাম্য নারী। তিনি তার সন্তানদের যে সার্থক শিক্ষা দিয়েছিলেন তার ফলে তাঁর অলস ও পানাসক্ত স্বামীও বদলে যায়। দেখতে দেখতে তাঁর নতুন ভাবধারার প্রভাবে ছোট গ্রামটির অধিবাসীদের মধ্যেও মানসিক ও নৈতিক উন্নতি দেখা দেয়। সমাজ উন্নয়ন ও পুনর্গঠনে শিক্ষার অপরিহার্য ভূমিকা ও অবদান পেস্তালৎসির শিক্ষদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে পেস্তালৎসি জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে শিক্ষা প্রত্যেক নাগরিকের জন্মগত অধিকার এবং তা হবে সর্বজনীন। সমকালীন সমাজে তাঁর এই চিন্তা ছিল বৈপ্লবিক।

শিক্ষায় অনুকূল পরিবেশ রচনা

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা পরিবেশের আমূল পরিবর্তন তাঁর শিক্ষাদর্শনের আর একটি বৈশিষ্ট্য। গতানুগতিক বিদ্যালয়ের কৃত্রিম, রুক্ষ ও বাধানিষেধপূর্ণ পরিবেশকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে তিনি সেখানে ভালবাসা ও সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তাঁর মতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে যদি সহযোগিতার সম্পর্ক না থাকে তবে শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা সহজ ও প্রীতিময় পরিবেশে সৃষ্টি, নতুন শিক্ষার গোড়াপত্তনে পেস্তালৎসির একটি মূল্যবান অবদান।

পেস্তালৎসির শিক্ষাদান পদ্ধতি

পেস্তালৎসি রুশোর মতো কতগুলো তত্ত্ব উপস্থাপন করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। তিনি তত্ত্বগুলো বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সেগুলোর কার্যকারিতা বিচারও করেছিলেন। তিনি শিক্ষকতা ব্রত গ্রহণ করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর প্রথমেই পাওয়া প্রয়োজন। এই প্রশ্নগুলো হচ্ছে ঃ

- শিশুরা কিরূপ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে?
- এ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে কি পদ্ধতি অনুসৃত হবে?

এ দুটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পেতেই তিনি জীবনব্যাপী সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন।

বস্তুভিত্তিক পাঠদান

পেস্তালৎসি তাঁর দীর্ঘ পরীক্ষণের ভিত্তিতে একটি নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তিনি এই পদ্ধতির নাম দেন বস্তুভিত্তিক পাঠদান। এই পদ্ধতির মূলনীতি হলো যে, নিছক ভাবের মাধ্যমে শিক্ষা না দিয়ে কোন মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে দেওয়া সমীচীন। এর ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান বাস্তবধর্মী ও স্থায়ী হবে। তা ছাড়া শিশুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাও তাতে বাড়বে। পেস্তালৎসির আগে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ জন কমেনিয়াস (১৫৯২-১৬৭০) মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর সে পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করা। পেস্তালৎসির বস্তুভিত্তিক পাঠদানের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হল বাস্তব কাজ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুর পর্যবেক্ষণ শক্তি তীক্ষ্ম করা এবং তার সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ ও উন্নতি সাধন। বিভিন্ন বিষয় শিক্ষণে পেস্তালৎসি তার এই পদ্ধতিটি সফলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। শিক্ষাদানে শিক্ষার্থীর বয়স ও শিক্ষাক্রমের প্রতিও তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল।

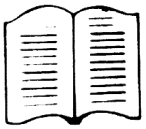

সারমর্ম

পেস্তালৎসির জীবনকাল ১৭৪৬-১৮২৭ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্যেও তিনি শিক্ষকতাকে পেশ হিসেবে ধরে রেখেছিলেন। তিনি দার্শনিক রুশোর আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনের অবাস্তব দিকগুলো পরিহার করে এর আমূল সংস্কার সাধন করেন। তাঁর প্রদত্ত শিক্ষাদর্শন শিশুশিক্ষার আধুনিক ভিত্তি রচনা করে। শিক্ষায় মনস্তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ শিক্ষার ইতিহাসে তাঁর একটি যুগান্তকারী অবদান। শিক্ষাকে তিনি শিশুর চাহিদা এবং জীবনের চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন। শিক্ষদানের ক্ষেত্রে বস্তুভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাঠদানের বিষয়বস্তু নির্বাচন এ সবই তাঁর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার ফসল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. কোন্ দার্শনিক পেস্তালৎসিকে অধিক অনুপ্রাণিত করে?
   ক. প্লেটো
   খ. এরিস্টটল
   গ. রুশো
   ঘ. জন কমেনিয়াস

২. কোন্‌টি পেস্তালৎসির উক্তি?
   ক. সৃষ্টিকর্তা সব কিছুই সুন্দর করে সৃষ্টি করেন
   খ. শিক্ষক হচ্ছেন মালী আর শিশুরা চারাগাছ
   গ. মানুষ স্বাধীন ভাবে স্বেচ্ছায় শেখে
   ঘ. শিক্ষা হবে শিশুর মনস্তত্ত্বভিত্তিক

৩. পেস্তালৎসীয় বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
   ক. হাতে-কলমে শিক্ষা
   খ. গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা
   গ. নেতিবাচক শিক্ষা
   ঘ. সৃজনধর্মী কলায় শিক্ষা

৪. শিক্ষা গবেষণায় পেস্তালৎসি সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেন কোথায়?
   ক. নিউহোফ
   খ. এভারডুন
   গ. বার্গডোর্ফ
   ঘ. স্ট্যানজ

৫. বস্তুভিত্তিক পাঠদানের উদ্দেশ্য কোন্‌টি?
   ক. শিক্ষাকে সহজবোধ্য করা
   খ. শিশুর মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
   গ. শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করা
   ঘ. ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ দান করা

৬. পেস্তালৎসি শিক্ষাক্ষেত্রে কেমন পরিবেশের ওপর জোর দেন?
   ক. কৃত্রিম
   খ. রক্ষণশীল
   গ. প্রাকৃতিক
   ঘ. সহযোগিতাপূর্ণ

পাঠ ৫.৩ হার্বার্ট

এই পাঠ শেষে আপনি —

- হার্বার্টের জীবনের বিশেষ দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- হার্বার্টের শিক্ষাদর্শন ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাদানে হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতির ব্যাখ্যা দান করতে পারবেন।

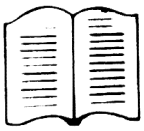

হার্বার্টের জীবনকথা

জন ফ্রেডারিক হার্বার্ট ১৭৭৬ সালে জার্মানীর ওল্ডেনবার্গ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন আইনজ্ঞ। হার্বার্ট অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষা জীবনের শুরুতে ওল্ডেনবার্গ ক্লাসিকেল স্কুল এবং পরে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি তিনটি শিশুর গৃহশিক্ষকতা করেন এবং পেস্তালৎসির বিদ্যালয় পরিদর্শন করে শিক্ষা সম্পর্কিত মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

ডেমনস্ট্রেশন স্কুল

১৮০০ সালে হার্বার্ট গোটেনজন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। এ সময়ে তিনি শিক্ষা, ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনের ওপর গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮০৯ সালে কনিগস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি প্রায় ২৫ বৎসর অধ্যাপনা করেন। এই সময়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য তিনি একটি ডেমোনেস্ট্রেশন স্কুল স্থাপন করেন। তিনি শিক্ষকদের জন্য A Textbook in Psychology এবং Psychology as a Science নামক গ্রন্থ দুটি রচনা করেন।

দার্শনিক হেগেল প্রভাবিত সমকালীন জার্মানিতে হার্বার্টের দর্শন সাদরে গৃহীত হয়নি। ১৮৩১ সালে হেগেলের মৃত্যুর পর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যক্ষের শূন্য পদে নিয়োগ লাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। হার্বার্ট পুনরায় গোটেনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এখানে দ্বিতীয়বার অধ্যাপনাকালে তিনি Outline of Educational Doctrines নামক বিখ্যাত পুস্তকটি রচনা করেন। ১৮৪১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হার্বার্টের শিক্ষাদর্শন

সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষা

পেস্তালৎসির শিক্ষাদর্শন হার্বার্টকে প্রভাবিত করলেও তিনি তাকে অসম্পূর্ণ মনে করেছেন। হার্বার্টের শিক্ষাদর্শন অত্যন্ত ব্যাপকভিত্তিক। পেস্তালৎসি যেখানে শিক্ষার্থীর মানসিক বৃত্তিগুলোর সুষম বিকাশের উপর জোর দেন সেখানে হার্বার্ট মনকে একটি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি রুশোর শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে সমাজ বিরোধী সংব্যাখ্যানগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। হার্বার্টের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হলো সামাজিক সংগঠনের মধ্যে শিশু যাতে সার্থকভাবে বাঁচতে পারে তার জন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলা। শিক্ষকের কাজ হলো শিক্ষার্থীর আত্মপ্রতিষ্ঠা, সামাজিক ন্যায়বোধ এবং চরিত্র গঠনের ওপর মনোযোগী হওয়া।

সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকরণ প্রক্রিয়া

হার্বার্টের মতে মনোযোগের কাজ সম্পন্ন হয় এক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তিনি এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন আত্মবীক্ষণ (Apperception)। মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যকার যে সংঘাত সৃষ্টি হয় তা ভাব বা জ্ঞান সৃষ্টির সহায়ক। নতুন সংঘাত বা নতুন অভিজ্ঞতাকে পুরাতন জ্ঞানের আলোকে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা বিশ্লেষণ করি। এটাই আত্মবীক্ষণ। আত্মবীক্ষণের সময় মনকে অনেক বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। আত্মবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় লব্ধ অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা তখনই অবচেতন মনে স্থান পায়। অভিপ্রেত অভিজ্ঞতা সচেতনতার কেন্দ্রে অবস্থান নেয়। আমরা মনোযোগী হই। আত্মবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় পুরাতন জ্ঞানের সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার যে সংযোগ ঘটে হার্বার্ট তার নাম দিয়েছেন *আত্মবীক্ষিত বস্তুপুঞ্জ*। তাই মনোযোগী হওয়ার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা যায়। জ্ঞান লাভের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির পুরাতন জ্ঞান ভান্ডারের সমৃদ্ধি ঘটে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির মানসিক প্রকৃতি এবং সংগঠন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়। এটি নতুন জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মনোযোগ ও ক্ষমতা সৃষ্টি করে।

শিক্ষালাভে আত্মবীক্ষণ

হার্বার্ট শিক্ষাক্রম রচনায় আত্মবীক্ষণের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর *যুগকৃষ্টি তত্ত্ব আত্মবীক্ষণ প্রক্রিয়ারই ফসল।* এই তত্ত্ব অনুসারে সুদীর্ঘ বিবর্তনের পথে মনুষ্য জাতি বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। শিশুকেও সে সব অভিজ্ঞতার সাথে পরিচিত করতে হবে। এই পরিচিতি তার বিকাশের সহায়ক হবে।

শিক্ষায় আগ্রহ ও মনোযোগ

মনোযোগের পাশাপাশি হার্বার্ট শিক্ষায় আগ্রহের গুরুত্বও উল্লেখ করেছেন। আত্মবীক্ষণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যায় যে নবলব্ধ অভিজ্ঞতা অভিপ্রেত না হলে ব্যক্তি তাতে মনোযোগী হয় না এবং ঐ বিষয়ে তার আগ্রহ থাকে না। তাই শিখনে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আগ্রহ না থাকলে প্রচেষ্টা থিতিয়ে আসে। তাঁর মতে আগ্রহ হলো শিক্ষার্থীর মনে নতুন ভাব বা ধারণা গ্রহণ করার প্রবণতা বা প্রচেষ্টা। তিনি আগ্রহকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেখানে শিক্ষার্থীর অভ্যন্তরীণ ভাবগুলো নিজে নিজেই নতুন ভাবকে গ্রহণ করে সেখানে আগ্রহ হয় *স্বতঃপ্রসূত।* আর যেখানে উপদেশ, শিখন ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনে নতুন শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়, সেখানে আগ্রহ হয় *আরোপিত* । হার্বার্টের মতে স্বতঃপ্রসূতই হোক আর আরোপিতই হোক আগ্রহ ছাড়া শিক্ষা হয় না।

শিক্ষায় কেন্দ্রীয় বিষয় নির্বাচন

পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যুগকৃষ্টি তত্ত্বের আলোকে একটি *কেন্দ্রীয় বিষয়* (Core subjcet) কে মধ্যে রেখে অন্যান্য বিষয়কে তার সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ করতে হবে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অনুবন্ধের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে যে মৌলিক ঐক্য রয়েছে তার আলোকে শিক্ষাদান করতে হবে। বস্তুত আজকের দিনে আমরা যাকে সমন্বিত শিক্ষাক্রম (Integrated Curriculum) বলে থাকি, তার সূত্রপাত এখানেই।

শিক্ষাদানে হার্বার্টের পঞ্চসোপান

হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতি তার আত্মবীক্ষণ তত্ত্ব থেকে জন্মলাভ করেছে। তা পুরনো থেকে নতুন এবং জানা থেকে আজানা বিষয়ে যাওয়ার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিচে পাঁচটি সোপান ব্যাখ্যা করা হলো ঃ

১. প্রস্তুতি (Preparation)

শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পূর্বে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন এবং পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপন করে পাঠদানে ব্রতী হবেন। এতে শিক্ষার্থী পাঠের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত হবে।

২. উপস্থাপন (Presentation)

শিক্ষক বর্ণনা, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর বা প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সামনে পাঠটি উপস্থাপন করবেন অথবা শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে পাঠের বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার ব্যবস্থা করবেন।

৩. অনুষঙ্গ স্থাপন (Association)

এই সোপানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের সাথে নতুন পাঠে অর্জিত জ্ঞানের তুলনা করে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মিল ও অমিল আছে তা বুঝতে সাহায্য করবেন। এতে পুরনো জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞানের সমন্বয় ঘটবে। এ অনুষঙ্গ যত স্বাভাবিক ও সুষ্ঠুভাবে স্থাপিত হবে শিক্ষার্থীর আত্মবীক্ষণ বা নিজেকে খতিয়ে দেখার ক্ষমতাও তত বাড়বে।

৪. সামান্যীকরণ (Generalization)

কতকগুলো বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে শিক্ষণীয় বিষয়টি সম্পর্কে সূত্র গঠনে সাহায্য করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের সংগঠন সুদৃঢ় হবে।

৫. প্রয়োগ (Application)

এই সোপানে শিক্ষার্থী যে সব নতুন সূত্র বা তত্ত্ব আহরণ করেছে সেগুলোকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করবে।

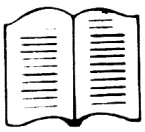

সারমর্ম

জার্মান দার্শনিক হার্বার্ট তাঁর পূর্বসূরী রুশো ও পেস্তালৎসির শিক্ষাদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাহলেও তিনি শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শনে আত্মবীক্ষণ এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপনের মধ্যে দিয়ে শিশুকে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। তাঁর কৃষ্টি যুগতত্ত্ব, আগ্রহতত্ত্ব ও অনুবন্ধতত্ত্ব পরবর্তী শিক্ষা দার্শনিকগণের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে। শ্রেণী-শিক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর পঞ্চসোপান পদ্ধতি আজও কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. হার্বার্ট কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন?
   ক. ওল্ডেনবার্গ
   খ. কনিগস্‌বার্গ
   গ. জেনা
   ঘ. গোটেনজেন

২. ডেমনেস্ট্রেশন স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্য কি ছিল?
   ক. শিক্ষাদর্শনের ওপর গবেষণা
   খ. ন্যায়শাস্ত্রে গবেষণা
   গ. পঞ্চসোপান পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষাদান
   ঘ. বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য

৩. হার্বার্টের মতে মনোযোগ কোন্ ধরনের কাজ?
   ক. সচেতন মনের কাজ
   খ. অবচেতন মনের কাজ
   গ. আগ্রহ সৃষ্টির কাজ
   ঘ. ইচ্ছাশক্তির কাজ

৪. আত্মবীক্ষণ কি?
   ক. মানসিক বৃত্তিসমূহের বিকাশ সাধন
   খ. ভাবের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন
   গ. ভাবের সচেতন মনে স্থান গ্রহণ
   ঘ. হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ

৫. হার্বার্টের মতে শিক্ষাক্রমের কেন্দ্রীয় বিষয় কোন্‌টি?
   ক. সাহিত্য
   খ. ইতিহাস
   গ. গণিত
   ঘ. বিজ্ঞান

৬. আগ্রহতত্ত্বের মূলকথা কি?
   ক. উদাহরণের সাহায্যে সূত্র গঠন
   খ. পুরাতন ও নতুন ভাবের সাদৃশ্য গঠন
   গ. পাঠদানে আকর্ষণীয় প্রদীপনের ব্যবহার
   ঘ. বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব নিশ্চিতকরণ

৭. পঞ্চসোপান পদ্ধতি কোন্ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত?
   ক. পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধানের নীতি
   খ. মানসিক শক্তি প্রয়োগের নীতি
   গ. জানা থেকে অজানার নীতি
   ঘ. সামান্যীকরণের নীতি

৮. কোন্‌টি হার্বার্ট প্রদত্ত শিক্ষার লক্ষ্য?
   ক. সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের বিকাশ
   খ. মানসিক বৃত্তিসমূহের স্বাভাবিক বিকাশ
   গ. শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে সু-অভ্যাস দ্বারা গঠন
   ঘ. শিশুকে সামাজিক সংগঠনের উপযোগিতা প্রদান

পাঠ ৫.৪ ডিউই

এই পাঠ শেষে আপনি —

- জন ডিউই-র জীবনের বিশেষ দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- জন ডিউই-র শিক্ষাদর্শন বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- জন ডিউই-র শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

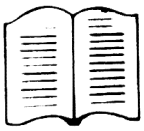

জন ডিউই ঃ জীবনকথা

জন ডিউই ১৮৫৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারমন্টের অন্তর্গত বার্লিংটন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। নিজ শহরে বিদ্যালয়-শিক্ষা শেষে তিনি ১৫ বৎসর বয়সে ভারমন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৭৯ সালে তিনি স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৮৮০ সালে দর্শন, মনোবিজ্ঞান এবং ইতিহাস বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য জন হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৮২ সালে দর্শনে পিএইচডি ডিগ্রী লাভের পর মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রভাষক নিযুক্ত হন। সমকালীন দর্শনের সমস্যার বিষয়ে তাঁর অগাধ পান্ডিত্যের কারণে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তিনি মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব অর্জনের কারণে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তিনি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন, মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যানের পদ লাভ করেন।

ল্যাবরেটরি স্কুল

১৮৯৬ সালে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কাজের মাধ্যমে শিশুদের বহুবিধ গুণের বিকাশ সাধন এবং পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী করে গড়ে তোলাই ছিল এ স্কুলের প্রধান উদ্দেশ্য।

ডিউইর শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থাবলী

১৯০৪ সালে ডিউই নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং এখান থেকেই তিনি একাত্তর বছর বয়সে ১৯৩০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর জীবনকালেই খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেন। শিক্ষা বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি বহু দেশ সফর করেন। বহু দেশে বিদ্যালয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং শিক্ষাক্রম প্রণয়নে তিনি অবদান রেখেছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ লেখক। অবসর গ্রহণের পর তিনি শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় মনোযোগ দেন। তাঁর লেখা এবং গবেষণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক পুস্তকসমূহের মধ্যে Democracy and Education, School and Society, The Child and the Curriculum, Schools of Tomorrow and Education today প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জন ডিউই ১৯৫২ সালে ৯০ বৎসর বয়সে মারা যান।

ডিউই-এর শিক্ষাদর্শন

ডিউই মূলত একজন প্রয়োগবাদী দার্শনিক ছিলেন। শিক্ষা বিষয়ে তিনি ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি বিদ্যালয়কে সামাজিক পরিবেশে শিক্ষাদানের পীঠস্থান বলে মনে করেন। তাঁর শিক্ষাদর্শনের বিশেষ দিকগুলো হচ্ছে ঃ

- শিক্ষা শুধু জীবনের প্রস্তুতি নয়, শিক্ষা জীবন যাপনেরই অঙ্গ (Education is not a preparation of life, rather it is living)। শিক্ষা জীবন থেকে কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। কার্যকরী শিক্ষা হবে চলমান জীবনের মতই পরিবর্তনশীল। শিক্ষা সহজাত প্রবৃত্তি প্রক্ষোভের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন করবে। শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলো পরিবর্তনশীল জীবনব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা

- শিক্ষাদর্শনের ভিত্তি হচ্ছে জীবন অভিজ্ঞতার দর্শন (Philosophy of Education is based upon a Philosophy of Experience)। ডিউই মনে করতেন যে, শিক্ষা যুগ যুগ ধরে অর্জিত অভিজ্ঞতারই ফসল। এদিকে থেকে শিক্ষা হচ্ছে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন।

সমাজ ও শিক্ষা

- মানুষের সকল অভিজ্ঞতাই আসলে সামাজিক (all human experiences are ultimately social)। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে মানুষের অভিজ্ঞতার প্রসারণ ঘটে। কাজেই সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ

সম্পর্ক বজায় থাকা দরকার। সকল বিদ্যালয়কে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামাজিকীকরণের প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন জন ডিউই।

বিদ্যালয় ও সমাজ

- সমাজের প্রয়োজনে স্কুল এবং স্কুলের প্রয়োজনে সমাজ ; শিশুর প্রয়োজনে শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনে শিশু (society requires the school and school requires the society; the child is for the curriculum and curriculum is for the child)। সমাজ ও বিদ্যালয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য - একটির প্রয়োজনে অন্যটির উন্নয়ন জরুরী। এছাড়া বিদ্যালয় শিক্ষাক্রমকে শিশুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদার আলোকেই বিন্যাস করতে হবে। শিশুর প্রয়োজনের কথা বাদ দিয়ে কোন শিক্ষাক্রম প্রণীত হতে পারেনা। কারণ শিশুর সার্বিক উন্নতি সাধন করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষা

- সামাজিক পরিবেশে প্রতিনিয়ত নানা সমস্যা উদ্ভুত হয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য শিশু শিক্ষায় বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ থাকতে হবে। ডিউইর মতে শিশুরা কর্মতৎপর। বাস্তব সমস্যাগুলো তাদের সামনে তুলে ধরলে তারা নিজেদের বিচারবুদ্ধি, জ্ঞান, দক্ষতা ও অতীত অভিজ্ঞতা দিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করবে এবং এর মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে তাই হবে তাদের প্রকৃত শিক্ষা।

ডিউই-র শিক্ষাদান পদ্ধতি

ডিউই বয়ঃক্রম অনুসারে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে তিনটি ধাপে বা স্তরে বিন্যস্ত করেন। এ ধাপগুলো হচ্ছে ঃ

১. তিন বছর বয়স থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত - খেলা ও পরিবেশ (play and environment) স্তর;

২. আট থেকে বার বছর বয়স পর্যন্ত - স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মনোযোগের (spontaneous attention) স্তর এবং

৩. বার বছর এবং তারও ওপরে - চিন্তামূলক মনোযোগের (reflective attention) স্তর।

তিনি শিক্ষাদানে এই স্তরগুলোর দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর দিয়ে সমস্যা সমাধান ও বাস্তব কাজের প্রকৃতি ও কাঠিন্যের দিক থেকে তারতম্য ঘটিয়েছেন।

ডিউই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদী দর্শন প্রয়োগ করেন। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি বাস্তব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষাকে উৎসাহিত করে। এক্ষেত্রে শিশুদের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ধাপগুলো হলো ঃ

- সমস্যা উপস্থাপন
- সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তন
- সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা ও সাফল্য
- সাধারণ সূত্র গঠন এবং
- কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও কৌশল আয়ত্ত করা

ডিউই শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল একান্তভাবে কর্মকেন্দ্রিক। তবে শিক্ষাদানে পরীক্ষণ পদ্ধতির কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর মতে শিশুরা কাজে খেই হারিয়ে ফেললে শিক্ষকের কাজ হবে তাকে খেই ধরতে সাহায্য করা। তাঁর অনুসৃত সমস্যা সমাধান পদ্ধতি তাঁরই অনুসারী কিলপ্যাট্রিকের হাতে উৎকর্ষ লাভ করে। কিলপ্যাট্রিক এরই নাম দেন প্রজেক্ট পদ্ধতি।

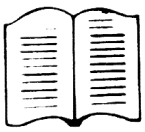

সারমর্ম

জন ডিউই ছিলেন প্রয়োগবাদী। তিনি শিশুদের সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলেন। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি মূলত সমস্যাভিত্তিক ও কর্মকেন্দ্রিক। তিনি শিক্ষাদানে পরীক্ষণ পদ্ধতির ওপর জোর দেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. জন ডিউই কোন্ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন?
   ক. ভাববাদ
   খ. বাস্তববাদ
   গ. প্রকৃতিবাদ
   ঘ. প্রয়োগবাদ

২. কোন্ গ্রন্থটি ডিউইর রচনা?
   ক. The Child and the Curriculum
   খ. A Textbook on Psychology
   গ. Leonard and Gertrude
   ঘ. Education and Democracy

৩. ডিউইর শিক্ষাদর্শনে কোন্ সম্পর্কটির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে?
   ক. শিক্ষা ও প্রকৃতি
   খ. শিক্ষা ও সমাজ
   গ. শিক্ষা ও পরিবার
   ঘ. শিক্ষা ও বস্তুজগৎ

৪. ডিউইর ল্যাবরেটরি বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের পদ্ধতি কি ছিল?
   ক. খেলার মাধ্যমে শিক্ষা
   খ. প্রকৃতিবীক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা
   গ. কাজের মাধ্যমে শিক্ষা
   ঘ. আরোহ পদ্ধতিতে শিক্ষা

৫. বয়ঃক্রম অনুসারে ডিউই শিশুদেরকে কয়টি ভাগে ভাগ করেন?
   ক. ২ টি
   খ. ৪ টি
   গ. ৫ টি
   ঘ. ৩ টি

৬. ডিউইর মতে শিক্ষা সামাজিক অভিজ্ঞতারই নামান্তর কেন?
   ক. শিক্ষাক্রমে শিশু ও সমাজের চাহিদা যুগপৎ প্রতিফলিত হয়
   খ. সমাজ বিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করে
   গ. বিদ্যালয় সমাজ প্রভাব বিস্তার করে
   ঘ. সহযোগিতা শিক্ষাদানের ভিত্তি রচনা করে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন — ইউনিট ৫

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাক্রম সম্পর্কে রুশো কী মতামত ব্যক্ত করেন?
২. পেস্তালৎসির শিক্ষাদান পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৩. হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতি কী? এর বিভিন্ন সোপানগুলোর কাজের বর্ণনা দিন।
৪. জন ডিউইর শিক্ষাদর্শন আলোচনা করুন।

উত্তরমালা — ইউনিট ৫

পাঠ ৫.১

১. ক ২. খ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক ৬. খ ৭. গ ৮. ঘ

পাঠ ৫.২

১. গ ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. গ ৬. ঘ

পাঠ ৫.৩

১. গ ২. ঘ ৩. ক ৪. খ ৫. ক ৬. খ ৭. গ ৮. ঘ

পাঠ ৫.৪

১. ঘ ২. ক ৩. খ ৪. গ ৫. ঘ ৬. ক